যুগান্তর

তারিখ 31 MAY 2007
পৃষ্ঠা ০১ কলাম ৩

পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা শিক্ষা বিভাগ চালু হচ্ছে

সেলিম জাহিদ, *পাকিস্তান থেকে ফিরে*

বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলনের ফসল রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা এবার সগৌরবে পাকিস্তানেও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হচ্ছে। ভাষা শিক্ষার আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে খ্যাত পাকিস্তানের 'ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব মডার্ন ল্যাংগুয়েজেস' (এনইউএমএল) আগামী জুন মাসের শুরুতে এই প্রথমবারের মতো 'বাংলা ভাষা' শিক্ষা বিভাগ চালু করতে যাচ্ছে। এ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। ইতিমধ্যেই বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য পৃথক বিভাগ খোলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বিভাগের জন্য শিগগিরই দু'জন অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ দেবে। এ ব্যাপারে ইসলামাবাদে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।

গত ২৫ মে বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের ৭ সদস্যের একটি মিডিয়া প্রতিনিধি দল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিদর্শনে গেলে 'ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব মডার্ন ল্যাংগুয়েজেস'-এর রেক্টর ডক্টর আজিজ আহমেদ খান এ তথ্য জানান। এর আগে একটি শিক্ষক প্রতিনিধি দল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সাংবাদিকদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। তারা

পাকিস্তান : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

পাকিস্তান : বিশ্ববিদ্যালয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সাংবাদিকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরিয়ে দেখান। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে এক মনোরম পরিবেশে ১৯৭০ সালে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, একই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইন্সটিটিউটও যাত্রা শুরু করে। পাকিস্তানে এনইউএমএল প্রতিষ্ঠার ৩৬ বছরের মাথায় ইন্সটিটিউট কর্তৃপক্ষ ইংরেজি, ফার্সি, উর্দু, আরবি, হিন্দি, চায়না ও জার্মানসহ ২৬টি ভাষার ওপর উচ্চতর শিক্ষা চালু করতে সক্ষম হয়েছে। আগামী ৭ জুন থেকে 'বাংলা ভাষা' বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭তম ভাষা বিভাগ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সাংবাদিকদের জানান, 'ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব মডার্ন ল্যাংগুয়েজেস' বিশ্বের খ্যাতনামা ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আন্তঃযোগাযোগ রক্ষা করে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস ইসলামাবাদে প্রায় ৮ হাজার ৯শ' শিক্ষার্থী ২৬টি ভাষার ওপর 'উচ্চতর শিক্ষা নিচ্ছেন। এছাড়া লাহোর, করাচি, রাওয়ালপিন্ডিসহ পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে অবস্থিত অপর ৭টি ক্যাম্পাসে আরও ৪ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছেন। কর্তৃপক্ষ জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান, নতুন নতুন বিভাগ সংযোজন এবং অভ্যন্তরীণ নিয়মানুবর্তিতার সাফল্যে ইতিমধ্যেই 'ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব মডার্ন ল্যাংগুয়েজেস' ভাষা শিক্ষার অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে এফএম রেডিও সার্ভিসও চালু করেছে। দৈনিক চার ঘণ্টা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে এই বেতার সার্ভিস সম্প্রচার করা হয়। যেসব ছাত্রছাত্রী শ্রেণীকক্ষে যথাসময়ে উপস্থিত হতে পারেননি, অথবা শ্রেণীকক্ষের পাঠ পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারেন না তারা এফএম রেডিও সম্প্রচার থেকে সাহায্য নেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর তার প্রতিষ্ঠানের মান নিয়ন্ত্রণে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বেশ কড়া বিধি-বিধানের উল্লেখ করে বলেন, পরীক্ষায় ভালো ফলের পাশাপাশি শ্রেণীকক্ষে ৯০ ভাগ উপস্থিতি ছাড়া কোন ছাত্রছাত্রীকেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কলারশিপ দেয়া হয় না। এনইউএমএল থেকে ইতিমধ্যেই প্রায় ৩শ' শিক্ষার্থী বিভিন্ন ভাষার ওপর পিএইচডি ডিগ্রি নিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি সাংবাদিক প্রতিনিধি দলের জন্য অয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে জানান, প্রতিষ্ঠার প্রায় ৩৭ বছরে এই প্রথম কোন বাংলাদেশী প্রতিনিধি দল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিদর্শন করল। এক প্রশ্নের জবাবে রেক্টর জানান, প্রাথমিকভাবে তারা ১৭ জন শিক্ষার্থী দিয়ে 'বাংলা ভাষা' বিভাগ চালু করবেন। এদের অধিকাংশই মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের। বাংলা ভাষা শিক্ষা কোর্স চালুর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চাইলে রেক্টর বলেন, জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলা ভাষা বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম। এছাড়া বাংলা বেশ ম্যাথমেটিক্যাল ভাষা। এর উৎস অনেক গভীরে। জ্ঞানের অংশীদারিত্ব এবং দু'দেশের সম্পর্ক আরও ঘনীভূত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ উদ্যোগটি বেশ কার্যকর উদাহরণ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।